কীর্তন-মালা

সপ্তম খণ্ড : গৌরলীলা-সঙ্কীর্তন

শ্রীকালীপ্রসাদ সিংহ
অধ্যাপক,
সংস্কৃত বিভাগ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়
আগরতলা

অজা যাবাইসেনা প্রকাশনী
কচুধরম,
চেংকুড়ি, শিলচর – ৭৮৮০০৭
১৯৯১ ইংরাজী

কীর্তন-মালা

(সপ্তম খণ্ডঃ গৌরলীলা- সঙ্কীর্তন)

শ্রীকালীপ্রসাদ সিংহ

অজা বাবাইসেনা প্রকাশনী

শিলচর—৭৮৮০০৭ ঃ ১৯৯১ ইংরাজী

Kirtana-mala

By

Prof. K. P. Sinha

পইলা সংস্করণ
ভাতৃ-দ্বিতীয়া, ৮ নবেম্বর

প্রকাশনাত
শ্রী শ্যামানন্দ সিংহ, এম, এ

ছাপানিত
স্টার প্রেছ, ধর্মনগর

দাম: রূপা ৮ হান

ভূমিকা

সংস্কৃতমুখী বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষালো কীর্তন-মালা : সপ্তম খণ্ড : গৌরলীলা—সঙ্কীর্তন প্রকাশিত অ'ইল।

শ্রীকালীপ্রসাদ সিংহ

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

আবাহন

১। প্রণতি করুরি শচীর নন্দন গৌরা !
আয়েহে দয়াল পতিতপাবন গৌরা—
প্রেমানন্দে বাহু তুলে,
নাচে নাচে হেলে দুলে,
সঙ্গে নিয়া নিত্যানন্দ
আর যত ভক্ত বৃন্দ।
তি হে করণার সিন্ধু,
অধম জনার বন্ধু !
কাঙালে ডাহের তোরে ;
(আয়) কাঙালরে দয়া করে।

২। হৃদয় কমলাসনে
তোরে বহেয়া নির্জনে
পূজা দিতৌ মি নিরলে
এ অপ্তা নয়ন জলে।
না জানুহে মি সাধন,
না জানু হরি ! ভজন ;
(তোর) দয়াময় নাম শুনে
আছু চেয়া তোর পানে।
পড়ে মিছা মায়াজালে
আছু ভবে বুলে বুলে ;
রাতুল তোর চরণে
এ বারে শরণ দেনে !

৩। আহো দিয়ো ভাই ও গৌরনিতাই !

এ মোর হৃদয়াসরে।

(আয়) ভক্তরূপধারী ! ভক্তরূপে হরি

এ দীনরে কৃপা করে ॥

(আয়) হে গৌরবরণ শচীর নন্দন !

পতিত - জন - পাবন !

এ আসরে আয়া তোর নাম গেয়া

(মোর) কামনা করে পূরণ ॥

নেই কুনো আর পূজা - উপচার ,

কিতালো দিতু পূজন !

দিয়া মনফুল নয়নর জল

আছু চেয়া শ্রীচরণ ॥

৪। পূজা দিতৌ ' তোর রাতুল চরণে —

বহেয়া হৃদয়- কমল - আসনে।

থছুহে সাজেয়া হৃদয় - আসন

(তোর) পূজানি মনেয়া যুগল চরণ।

আহিবে বুলিয়া ভকতর ধন !

থছু মি হাজেয়া ভকতি - চন্দন।

আয়নে হে গৌর পতিত - পাবন !

এ হৃদয়ে মোর করিয়া নর্তন

৫। আয়ে গৌর ! এ আসরে

করিয়া কীর্তন ;

আয়া করে এ দীনর

বাসনা পূরণ।

তোর সঙ্কীর্তন তি আয়া কর —

হে শচীনন্দন ! এ মিনতি মোর ।
না জানু মি তোর মহিমা অপার ;
তি বিনে কুণ্ডংগো তোরে জানি আর !

৬। চেয়া যন্ত্রী তোরে যন্ত্র আছে পড়ে
আজি কীর্তনর সংলে !
ও হরি ! তি বিনে আর কুন জনে
যন্ত্র বাজেইৰা তালে !
যন্ত্র এরে হরি ! মোর দেহমন
তোর কাজে থছু করিয়া যতন ।
তো'র নর্তনর তালে দিয়া তাল
ধরকে এ দেহ মন ।
তি না বাজেইলে অ'ইব কিসাদে
এ যন্ত্রে তোর কীর্তন !

৭। ভবকর্ণধার করে ভব পার
ডাঙ্গরি বিপদে পড়ে ।
তি বিনে ও হরি ! নেইহে কাণ্ডারী
এ ঘাটে ভব - সাগরে ॥
ভব - পারাবার তরঙ্গ অপার
অতি ভয়ঙ্কর হরি !
করুণা করিয়া তরা দেহে আয়া
দিয়া তোর পদতরী ॥
দেনে তোর পদতরী —
কৃপাময় গৌরহরি !
ভবপারর কাণ্ডারী !
ভক্তবাঞ্ছা - পূর্ণকারী !

৮। কৃপাকরে গৌরচান ! আয়ে হৃদি - পদ্মাসনে ।
(তোর) নিত্যানন্দ - অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ নিয়া সনে ।
ব্রজগোপী -প্রাণধন ! আয়ে শ্যাম গিরিধারী !
সঙ্গে নিয়া ব্রজাঙ্গনা শ্রীরাধিকা রাসেশ্বরী ।
এ হৃদয়ে করে লীলা ওহে ভক্তপ্রাণধন !
(তোর) রাঙা-চরণ-পরশে করিয়া তি বৃন্দাবন ।
তোর চরণ-পরশে ঐল হুনা কাষ্ঠতরী,
পাষাণী অহল্যা ঐলী পাদস্পর্শে দিব্যনারী ।

৯। দয়া করে আয়ে গৌর ! মোর হৃদয়-মন্দিরে ।
এ হৃদয়ে করে আয়া কীর্তন মধুর স্বরে ।
(মি) পূজা দিতৌ মনফুলে, অর্ঘ্য নয়নর জলে,
সপে দিতৌ এ পরাণ তোর রাঙা পদতলে ।
না জানুহে মি সাধন, না জানু কুনো ভজন,
ভরসা কেবল হরি ! তোর করুণার ধন ।

অবতার : প্রেমবিকার

১। বলি :
বৈকুণ্ঠর মহাবিষ্ণু শ্রীঅদ্বৈত- নাঙে ।
আহিল ভক্তর বেশে শান্তিপুর গাঙে ।
চারিবেদ অধর্মর দেহিয়া প্রতাপ ।
হৃদিত পেইলো তার মহা পরিতাপ ।
করানিত প্রেমধর্ম জগতে প্রচার
ডাহের শ্রীগোবিন্দরে করিয়া হুঙ্কার ।
অদ্বৈত-হুঙ্কারে হরি বৈকণ্ঠ বেলেয়া
আহিল নদীয়াপুরে গৌরারূপ নিয়া ।

২। গৌরারূপে নবদ্বীপে ঐল হরি অবতার—
ভক্তভাবে করানিত প্রেমধর্মর প্রচার ।

সত্যযুগে হরিরূপে প্রকাশ অ'ছিল হরি ;
নিলোগা ত্রেতাতে রূপ দাশরথী ধনুর্ধারী ।
কৃষ্ণরূপে বৃন্দাবনে অ'য়া দ্বাপরে প্রকাশ
ব্রজ - গোপিনীর লগে কৈলো প্রেমর বিলাস ।
কলিতে গৌরাঙ্গ রূপে শচী - জগন্নাথ - ঘরে
ভক্তরূপে অবতার অ'ছে হরি নদে পুরে ।
রাধাপ্রেমর মহিমা , নিজর মাধুর্য্যসার ,
ঐ মাধুরী আস্বাদনে যে আনন্দ শ্রীরাধার —
এ তিনো বাঞ্ছাপূরণে অ'য়া অভিলাসী হরি
অদ্বৈত - হুঙ্কারে ঐল নবদ্বীপ অবতরী ।

৩। হুনার মানুগো আহেছে নদীয়া —
শ্রীরাধার ভাবকান্তি — বিলাস শ্রীঅঙ্গে করে
শচী - জগন্নাথ - ঘর উজল করিয়া ।
নীলমণির বরণ গোপনে অন্তরে থয়া
বেড়িয়া আহেছে অঙ্গ বরণে রাধার —
রাধাভাব অঙ্গে নিয়া ধরিয়া সন্যাসী বেশ
করানিত রাধাপ্রেম জগতে প্রচার ।
জ্ঞান কর্ম আর যোগ অ'য়া জগতে প্রচার ,
ব্রজ - বৃন্দাবনে প্রেম আছিল গোপনে
শ্রীগৌরাঙ্গ কৃপাময় এ বারে আহেছে ভবে
বিলানিত জগতে ঐ ব্রজপ্রেমধন ।

৪। (চেই) আহেছে গৌরা নদীয়া —
রাধাভাব অঙ্গে নিয়া ,
নীলবরণ লুকেয়া ,
রাধার বরণ নিয়া,

(রাধার) ভাব - কান্তি - বিলাসে,
ত্রিন বাঞ্ছা - অভিলাসে,
রাধাপ্রেম বিলানিত,
হরিনাম বিকানিত।

৫। রাধারূপে শ্রীঅঙ্গ ঝাপিয়া
গৌরা আছেছে নদীয়া।

নীলুবা রূপ লুকেয়া, হুনার বরণ নিয়া
রাধারূপে রাধাভাবে ভক্তর রূপ ধরিয়া।
শ্রীঅদ্বৈত শান্তিপুরে ডাকলো হুঙ্কার করে;
হুঙ্কারে আহিলে প্রভু ব্রজ থয়া নদেপুরে—
তিন বাঞ্ছা পুরানিত, হরিনাম বিলানিত,
দণ্ড-কমণ্ডলু-আতে রাধাপ্রেম বিকানিত।

৬। বলি :
শিশুকালে কৈলো গৌরা শাস্ত্র অধ্যয়ন;
অল্পকালে কৈলো সর্ব জ্ঞান উপার্জন।
বাল্যকালে ভক্তিমার্গে পরবেশ কৈলো;
সাত্ত্বিক বিকার সর্ব অঙ্গে দেখা দিলো।
অদ্বৈতাদি ভক্ত লগে করিয়া কীর্তন
প্রেমে উনমত গৌরা করের নর্তন।

৭। গৌরহরি অবতার আছে নদীয়াতে।
এগদে হুনার মানু নেয়ে এ জগতে।
কাচা হুনার শ্রীঅঙ্গ রূপে ঝলমল;
ব্রজভাবে প্রেমরসে সদা টলমল।
নয়ানে বহের ধারা, নাম শ্রীবদনে,
কৃষ্ণপ্রেমর ঝুরার ঝার ক্ষনে ক্ষনে।

হরিনাম-ধ্বনি কার আকাশ ভেদিয়া,
প্রেমবন্যালো নদীয়া যারগা ভাহিয়া।

৮। গৌরহরি অবতরী
নদীয়াত করের বিহার —
জীব-নিস্তার-কারণে ঘরে ঘরে জনে জনে
প্রেমধর্ম করাতে প্রচার।
শ্রীরাধার ভাব নিয়া, দ্বিয়োগি অঙ্গ মিলেয়া,
রাধাপ্রেম করে অভিলাস,
মহামন্ত্র হরিনাম মুখে-নিয়া অবিরাম
নদীয়াত করের বিলাস।

৯। আহেছে কৃষ্ণো নদীয়া —
এ মানুগো চেয়ে আয়া।
নীলকান্তমণি-রূপ গোপনে লুকেয়া থয়া,
শ্রীরাধিকার অঙ্গর স্বুনাবরণে বেড়েয়া,
রাধানাথে শ্রীরাধার প্রান স্বজানিত আয়া,
আছে দেশান্তরী চেই বৃন্দাবন এরাদিয়া।

গৌর - অনুরাগ

১। বলি :
অঙ্গর মাধুরী আর সাত্ত্বিক-বিকারে
মোহিত কৈলো গৌরাই নদীয়াবাসীরে।
গৌরাগুনে নদীয়ার নাগরী-নাগর
গৌরাগুন গেয়া গেয়া প্রেমেতে বিভোর।

২। (নাগরীগো !) চেয়োহা আহিয়া তুমি
সুন্দর গৌরা আমার —
দ্বিয়ো বাহু তুলে তুলে 'হরি হরি হরি' বুলে
প্রেমে নাচে নাচে থার॥

দিবানিশি অবিরাম জপিয়া শ্রীরাধানাম
নয়ান-জলে ভাহেন্ন।
ব্রজভাবে মত্ত অ'য়া ক্ষণে আহিয়া কাদিয়া
ভূমে গড়াগড়ি দেন্ন॥

৩। (সজনিগো!)
গৌরারূপে বেড়ে আছে এ মোর নয়ান—
ভূতলে উদয় যেন পূর্ণিমার চান।
শ্রীঅঙ্গ বেড়েছে কাচা হুনার বরণে;
প্রতিঅঙ্গ ঝল মল রূপর কিরণে।
সুন্দরগড়ন দেহে চন্দন-চর্চিত।
নয়ানে বহের প্রেম ধারা অবিরত।
গৌরার রূপে বিভোলা কৈলো মনপ্রাণ;
গৌরারূপে দিবানিশি ঝুরের নয়ান।

৪।
গৌরপ্রেমে কাঙালী মি- গৌরার ভিখারী;
'গৌরা গৌরা গৌরা' বুলে ঝুরিয়া মরুরি।
(গৌরার)
রূপমাধুরী কতি অপার—
নেই তুলনা ভুবনে আর;
ওরূপ মি ভাবে ভাবে আছু দিবানিশি।
যেদিন গৌরা-রূপ দেহেছু,
প্রাণ উদিন ভোরাও দেছু;
উদিনেত্তো অ'ছে মোর পরাণ-উদাসী।

৫। প্রাণ মোর প্রাণে নেই;
গৌর বিনে (মি) উদাসিনী।

তার দেখা ঐতৈ বুলে;
আছু মি আশালো ভুলে;
(আর) কৈদিন ধরিয়া মোর
থৈতু এ প্রাণ সজনি !
ঐলে দেখা ও গৌরারে
থৈতৌ মি হৃদয়ে ধরে;
প্রাণ-মন-ধন মোর
দিতৌ চরণে ঢালিয়া ।
যেহ্নামে গৌরাঙ্গ আছে,
রূপর মেলা বহাছে,
ঐ দেশে মনার যানা
পরাণ-পাখী উড়িয়া ।

৬।

(৩) নাগরী ! কিরূপ আজি দেখলু মি এ নয়নে !
এসাদে হুনার মানু না দেহেছু এ ভুবনে ।
রূপর মাধুরী তার
নয়ানে পড়েছে যার,
(ওরূপ) হৃদয়ে জন্মের মতো লাগিয়া থার গোপনে ।
যেবেদে নয়ান থৌরি,
উবেদে গৌরা দেহুরি;
'গৌরা' বুলে জপে জপে নয়ান থাম ঝুরিয়া ।
চেয়ে আয়া মোর গৌরা
অ'ছে প্রেমরসে ভরা
নয়ানে বহের ধারা 'রাধা রাধা' নাম নিয়া ।

৭। এরূপ-লাবণ্য আয়া চেয়োহা গৌরার—
এসাদে হুনার রূপে কারে না ভুলার!
দীঘল বিশাল তার কমল- নয়ান;
যারে চার নেরগা তা হরিয়া পরাণ।
সুন্দর কপালে তার তিলক সুন্দর
মালতীর মালা গলে কতি মনোহর!
নিরমল হাসি তার মধুর অধরে
পরাণ ডুবেয়া থর রূপর সাগরে।

৮। নাগরীগো! আহো চেই সুন্দর গৌরাঙ্গ রায়—
হুনার নবীন মানু আহেছে নদীয়া।
সুন্দর তার নয়নে চার গৌরা যার পানে
নেরগাহে তার মন- পরাণ হরিয়া।
সুন্দর কপালে তার সুন্দর তিলক থার;
ফুলমালা থার বুকে হেলিয়া ছুলিয়া।
নিশি দিবা-জাগরণে. মোর শয়নে স্বপনে
নয়ন ঝুরের রূপ অন্তরে জাগিয়া।

৯। মনপ্রাণ কুলমান নিলোগা গৌরাঙ্গে—
বিজুরি খেলেয়া থার তার অঙ্গে অঙ্গে।
গৌরার মাধুরী যার লাগেছে নয়ানে
(তা) ওরূপে মজিয়া থার শয়নে স্বপনে।
গৌরা রূপে মনপ্রাণ নিলোগা হরিয়া;
গৃহকর্ম দেহধর্ম থাইলে পড়িয়া।
গৌরা-অনুরাগে নেই ক্ষুধা তৃষ্ণা মনে;
গৌরাসঙ্গে যানা সদা মনার পরাণে।

১০। যাকগা পরাণ মোর গৌরা-রূপ-সালে—
উড়িল পরাণ গৌরা- রূপর মিঙালে।
যেদিন গৌরার রূপ পড়িল নয়নে,
উদিনেতো মন মোর নেই মোর মনে।
গৃহকামে জাগরণে, শয়নে স্বপনে,
দিবানিশি গৌরারূপ জাগের পরাণে।
গৌরারূপর মিঙালে বুজেছে ভুবন;
গৌরার চরণে দেছু দেহ-প্রাণ-মন।

ভক্ত-সমাবেশ : নিত্যানন্দ-মিলন

১। বলি :

গৌরাঙ্গর সর্বঅঙ্গে প্রেমর বিকার;
রাধানামে নাচে নাচে করের বিহার।
চারিবেদে তার নাম— মহিমা শুনিয়া
অন্তরঙ্গ ভক্ত যত মিলিলা আহিয়া—
গদাধর শ্রীঅদ্বৈত আর হরিদাস
শ্রীস্বরূপ দামোদর গোবিন্দ শ্রীবাস।
ভক্ত হাবি-সঙ্গে গৌরা শ্রীবাস-অঙ্গনে
কীর্তন করের সুখে প্রেমর নর্তনে;

২। গৌরা হরি সঙ্কীর্তনে নাচের ভক্তর সনে
দিয়া কতো অঙ্গর বিভঙ্গ।
শ্রীবাসে করের গান, নিতায়ে ধরের তাল
শ্রীঅদ্বৈত বাজার মৃদঙ্গ।
গদাধর-মুখ চেয়া রাধা ভাব মনে আয়
'রাধা রাধা' বুলে শ্রীবদনে,
ব্রজলীলা মনে করে প্রেমরসে ঢলে পড়ে
অবিরাম ঝুরের নয়নে।

৩। বলি :

(এবেদে) নিত্যানন্দ বলরাম অবধূত-বেশে
বুলের কানাই বিছা- রেয়া গৌড় দেশে।

৪। প্রাণর কানাই ত্বরা করে আয়;
চান্দমুখ দেহা দেয়া।
ব্রজশূন্য করে তি কারবা ঘরে
আছত আয়া লুকেয়া ?
নন্দ-নন্দরাণী. রাধা কমলিনী,
দাদা বলাই বেলেয়া,
কিসাদে পরাণে থাইলে গোপনে
ইচুদিন নাদেহিয়া ?

৫। বলি :

গৌরাগুণ হুনে হুনে নিতাই-অন্তরে
জাগিল—ব্রজর কানু আছে নদেপুরে।
তারপরে নিত্যানন্দ নদীয়া আহিয়া
মিলিল গৌরার লগে প্রেমাবিস্ট ইয়া।
গৌরা পেয়া নিত্যানন্দ আনন্দিত মন
মাতের ব্রজর ভাবে ঝুরিয়া নয়ন।

৬। (কানাই !) কি অভাবে বা তি কার ভাবে, মাত,
আহিলে ব্রজ বেলেয়া ?
(তোর) পিতা নন্দ আর ইমা যশোমতী
কুরাঙে আহিলে থয়া ?
ব্রজ-সখা তোর শ্রীদাম সুদাম,
কই যত ব্রজাঙ্গনা ?

প্রাণাধিকা তোর শ্রীরাধিকা কই
বৃন্দাবন শ্রীযমুনা ?
আঁতে নেই বাশী, শিরে নেই চূড়া,
নেই বনমালা গলে।
বেলেয়া তি কিয়া নীলুরা বরণ
হুনার বরণ লৈলে ?

৭। (দাদা !) ব্রজর কাজে কাঁদের প্রাণ;
(মোরে) ব্রজে নেগা থাইতে পরাণ।
নন্দরাণী, নন্দ পিতা,
ব্রজ গোপী, ভানুসুতা
নাদেখিয়া দিবানিশি ঝুরেয় মোর নয়ান।
মোর দেশ ব্রজে যানা—
দিবানিশি এ বাসনা;
কুনোগোয়ো নানিলাগা ব্রজে মোরে সঙ্গে করে।
অ'য়া রাধা প্রেমাধীন
আহিলু হুজাতে ঋণ;
দেশে থিঙ্গা ; থাকে মোর বাকী যত ঋণ পড়ে।

৮। (দাদা !) যাগা মোরে ব্রজে নিয়া।
ইমা মোর, পিতা নন্দ,
ব্রজ গোপী, সখাবৃন্দ—
হাবি সঙ্গ ছাড়া অছু রাধা ঋণ শোধে আয়া।
রাধা মোর প্রেম গুরু—
মোর বাঞ্ছাকল্পতরু
রাধার বিরহানল না সহের এ হৃদয়ে।

যোগী সন্ন্যাসীর বেশে
ঘিতৌগা মি দেশে দেশে ;
তবে যদি রাধা মোরে — না থদিরী খ্ণদায়ে !

অধিবাস : কীর্তন

১। বলি :

শ্রীবাস মন্দিরে বয়া — নিজ ভক্তসনে
দিলো আজ্ঞা আকদিন — শচীর নন্দনে—
গায়ক বাদক বিষ্ণু— — ভক্ত যতো জন
কীর্তনের কাজে হাবি — করো নিমন্ত্রণ।
শুভারম্ভ করো কলা — করিয়া রোপণ ;
নারিকেল ঘিলো করো — ঘটর স্থাপন।
আনো তামবুল মালা — সুগন্ধি চন্দন ;
করো ঢাক করতাল — যন্ত্র-আয়োজন।
আয়োজন-শেষে ভক্ত — হাবিয়ে মিলিয়া

২। অধিবাস আরম্ভিলা — জয়ধ্বনি দিয়া
শ্রীবাস-মন্দিরে (গৌরা) — করের কীর্তন।
'হরি হরি হরি' বুলে — প্রেমানন্দে বাহু তুলে
নয়নে বহেয়া ধারা — করের নর্তন ॥
প্রেমেতে পাগল পারা — শ্রীমুখে-মাতের 'রা রা'
মাতে নুরারের 'রাধা' — কাপের অধর।
ক্ষণে নাচের কাদিয়া — ক্ষণে পড়ের ঢলিয়া
ক্ষণে গড়াগড়ি দের — অঙ্গ থর থর ॥
কীর্তন-মঙ্গল ধ্বনি — যারগা বুজে ধরণী ;
ভক্ত সঙ্গে প্রেমে গৌরা — করের বিহার।
অখিল-ভুবন-নাথ — কি ভাবে অ'য়া উন্মাদ
লুটিয়া ধূলির গজে — গড়াগড়ি বার।

৩। (নাচের) কীর্তন - মণ্ডলে —

দিকবিদিকর জ্ঞান হারেয়া শ্রীগৌরাচান

'হরি হরি' ধ্বনি দিয়া দিয়ো বাহু তুলে ॥

(গৌরার)

কিভাব উঠেছে চেই, দিগ্বিদিক জ্ঞান নেই;

হরি অ'য়া ঝুরে ঝুরে দের হরি ধ্বনি।

'রাধা' রাধা' নাম নিয়া, দীঘল বাহু তুলিয়া,

ভুনায় শ্রীঅঙ্গ চেই, লুটের ধরণী ॥

৪। (গৌরার) কি ভাব আজি, চেই, উঠেছে !

দিগ্বদিকর জ্ঞান নেয়োছে।

(নিজে) হরি অ'য়াউ 'হরি' বুলের ;

দ্বি আ'ত তুলে 'রারা' বুলের।

ক্ষণে আ,হের, ক্ষণে কাদের ;

ভুনার অঙ্গ ভূমে লুটের।

৫। গৌরাঙ্গে প্রেম-তরঙ্গে বাহু তুলিয়া নাচের।

'হরি হরি হরি' বুলে ভুমে গড়াগড়ি দের।

নবদ্বীপে ভক্ত যতো নিয়া শ্রীবাস অঙ্গনে

আ'হের, কাদের ক্ষনে, ধারা বহের নয়নে।

ভুনিয়া নামর ধ্বনি উথলের সুরধুনী ;

নদীয়ার প্রেমবন্যা দিলো ভাহেয়া ধরণী।

৬। (আজি) শচীর নন্দন

জগত ভাহেয়া দিলো প্রেমর বরণ।

ঝলকে ঝলকে প্রেম উঠের গৌরার মনে ;

'রাধা রাধা রাধা' নামে ধারা বহের নয়মে।

প্রেমর সাগরে ঢেউ উঠের হে ক্ষণে ক্ষণে ;

এ প্রেমে ডুবেছে যেগো, ভগোয়ে এ মর্ম জানে।

যে প্রেমে ব্রজর গোপী উন্মাদ শ্রীকৃষ্ণ-নামে,
ঔ প্রেম করিয়া অঙ্গে গৌরা মত্ত রাধা-নামে।

৭। দিবানিশি ব্রজভাবে কাদে কাদে থার গৌরা।
ক্ষণে ক্ষণে ভাবাবেশে নয়নে বহের ধারা।
মাতেরহে—'যশোমাতা'
কই মোর নন্দপিতা ?
শ্রীদাম সুবল সখা কই মোর ব্রজাঙ্গনা ?
কই মোর প্রাণাধিকা
প্রেমগুরু শ্রীরাধিকা ?
কই মোর বৃন্দাবন ? কই মোর শ্রীযমুনা ?

নাম-প্রচার

১। বলি :
অদ্বৈত শ্রীবাস-আদি নিজ ভক্ত সনে
দিবানিশি থার গৌরা হরিনাম গানে।
ভাবের গৌরাই মনে- 'জগতর জনে
থাইলা বঞ্চিত অ'য়া রাধাপ্রেম - ধনে'।
উহানে এ প্রেম ধন বিলানি মনেয়া
যারগাহে ঘরে ঘরে হরিনাম নিয়া।
নিত্যানন্দ হরিদাস- আদি ভক্ত-সনে
যাচিয়া বিলার নাম গৌরা জনে জনে।
ভব সাগর পারর প্রেমধন দিয়া
কৃপা-তরণীলো গৌরা আছেহে বহিয়া।

২। হরিনাম দের গৌরা ঘরে ঘরে গিয়া ;
পথে ঘাটে নিত্যানন্দ বিলার যাচিয়া।
প্রেমানন্দে দ্বিয়ো ভাই দ্বিয়ো বাহু তুলে
পথে পথে নাচতারা 'হরি হরি' বুলে।

মৃদঙ্গে ধরেছি তাল　　অদ্বৈত মুকুন্দ ;
ধরতারা করতালে　　তাল ভক্তবৃন্দ।
প্রেমেতে নাচের গৌরা　দিয়া হরি ধ্বনি ;
নিতায়ে ভক্তর লগে　দের জয়ধ্বনি।

৩। চেয়োহা ও নদেবাসী　　পাগলর খেলা —
গৌরা বারো নিতাই পাগল,
শ্রীঅদ্বৈত আরাক পাগল—
তিনো পাগলে নদীয়া　　ছাড়ুখার কৈলা।
গৌরাই মাতের 'হরি হরি',
নিতাই মাতের 'গৌর হরি',
লম্প দিয়া শ্রীঅদ্বৈত　　করের হুঙ্কার।
লগে পাগলর দলে
'হরি হরিবোল' বুলে
পথে ঘাটে নাচতারা　　লাজো নেই কার।

৪। হুনো পাগলর বিবরণ—
চেইতা এরে ভবর মাঝে
পাগল যতো মহজ্জন।
বৃহ্মা পাগল, শিব পাগল,
পাগল বিষ্ণু চক্রপাণি ;
নারদ ঋষি পাগল বারো
পাগল ব্যাস, শুক মুনি।
বুদ্ধ পাগল, ঈশা পাগল,
মুসা, শঙ্কর বৃহ্মবাদী ;
আজি পাগল গৌরনিতাই,
অদ্বৈত আর শ্রীবাসাদি।

৫। বলি :

নাম বিলেইতে পথে   দয়াল নিতাই
আহিলা পাষণ্ডী হুগো   জগাই মাধাই।
মাধায়ে আক্রোশ করে   উড়াদিয়া কলো
নিত্যানন্দ- কপালেতো   রক্তপাত কৈলো।
নিত্যানন্দ তব্ তারে   আলিঙ্গন দিয়া
হরিনাম মহামন্ত্র   দিলোহে যাচিয়া।

৬। (মাধাই ;)   'হরি হরি' বোল—
ভবসাগরর   পরপারে চল।
করগাহে স্নান   গিয়া গঙ্গা জলে ;
মধুর নামর   মালা দিঙ গলে।
শত জনমর   যতো পাপ কাম
হাবিতা বিনাশ   অ'র নিলে নাম।
(মাধাই) মধুর শ্রীমুখে তোর   'হরি হরি' বোল।
যিতৈগাহে হাবি দুঃখ,   'হরি হরি' বোল।
তালে তালে নাচে নাচে   'হরি হরি' বোল।
দিয়ো বাহু তুলে তুলে   'হরি হরি' বোল।

৭। (মাধাই।)   হুনগাতা যাগা—
কিতার মধুর ধ্বনি   আহেরতা চাগা।
এসাদে ধ্বনিতে আমি   নাহুনেছি আর ;
হুনিয়া এ দেহে মোর   পরাণ নাথার।
'যাগা যাগা বুলে মোর   অন্তরে মাতের ;
ঘরে দেহ-মন আর   থানা নাকরের।
পাগল নিতাই গৌর   নাঙ মি হুনেছু ;
পাগলে হরানি প্রাণ   মিতে নাদেহেছু।

৮। (আজি) গৌরাঙ্গর প্রেম বাজারর মাঝে
পঞ্চরসর মাল উঠেছে বিকানির কাজে।
গেরাচান্দই হাট বহাছে,
নৌরে বোঝাই মাল আনেছে ;
রসিক চেয়া, প্রেমিক চেয়া এ মাল বিকার।
নিত্যানন্দই পাল্লা ধরে
মাল বেচের উজন করে ;
(এপেই) নাইতারাহে লোভী-কামীয়ে কুনো খরিদ্দার।
লয়া নেইগা, নেইগা লয়া
মাতের হরিদাসে ডাহিয়া ;
শ্রীঅদ্বৈতই হুঙ্কার দিয়া পাষণ্ডী খেদের।
রসিক মানু লাগ পেইলে,
প্রেমিক অনুরাগী দেখলে,
বিনা পৈছাত নিত্যানন্দই প্রেমধন দের।

৯। বহাছে নদীয়া-ঘাটে গৌরাই পারর খেরা—
'জয় রাধে রাধে' বুলে যারগাহে তরী বেয়া।
গৌরাই এ তরণীত কানা
লোভী কামীর দেরহে মানা;
কোটির মাঝে আগো-হুগো বাছে বাছে তুলে লয়।
এ তরীত রসিক জনার
গৌরাই কুনো কড়ি নাচার ;
পরাণ-মন দিলে পদে গৌরা তারে উরে থয়।

সন্যাস : তীর্থ ভ্রমণ

১। বলি :

এসাদে বিলেয়া প্রেম শচীর নন্দনে
কাটেইলো কতো কাল নিজ-ভক্ত-সনে।

ক্রমে শ্রীরাধার প্রেমে　　ব্যাকুলিত অ'য়া
সন্যাস লইলো গৌরা　　বেলেয়া নদীয়া।
সন্যাসর পিছে প্রভু　　প্রেমাবিষ্ট অ'য়া
সাৈলল শ্রীব্রজধামে　　রাধা নাম নিয়া।

২। সাজেসে গৌরাঙ্গ আজি　　ভিখ'রীর সাজে—
রাধার প্রেমর ঋণ　　হুজানির কাজে।
আ'তে দণ্ড কমণ্ডলু,　　স্কন্ধে ভিক্ষা ঝুলি,
গেরুয়া বসন দেহে　　আর নামাবলী।
পাগলর সাদে গৌরা　　দিয়ো বাহু তুলে
হাবিরে মাতের— 'কই　　বৃন্দাবন' বুলে।
বহের প্রেমর ধারা　　যুগল নয়নে ;
চেতন হারেয়া ভুমে　　থার ক্ষণে ক্ষণে।

৩। (গৌরা)　　চলেছে হে চেই ব্রজধামে—
'জয় রাধে জয় কৃষ্ণ' নামে।
পাগলর সাদে পথ মাঠ বন
ছেদিয়া যাবগা অবিরাম ;
ক্ষণে 'রাধে রাধে' ক্ষণে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ'
জপিয়া শ্রীমুখে মধুনাম।
যেগোরে দেহের উগোরে মাতের—
'বৃন্দাবন আর কতি দূরে ?
মোর ব্রজেশ্বরী মোর শ্যামচান্দ
পানা কতি বাকী মাতো মোরে।'
নয়ণে বহের ধারা অবিরাম
পুলকে শ্রীঅঙ্গ থরথরি।

মেরাকে লুটিয়া হুনার শ্রীঅঙ্গ

দের ভূমি তলে গড়াগড়ি।

জীব জন্তু কতো স্থির অ'য়া পথে

থাইতারা রূপ- দরশনে।

তার আলিঙ্গণে নাচতারা পথে

প্রেমে ভাগাবান কুনোজনে।

৪। (আমার) শ্রীচৈতন্য-চান—

দিকবিদিকর চেই, নেই কু:না জ্ঞান।

'জয় রাধে কৃষ্ণ' নাম জপে মুখে অবিরাম

বৃন্দাবন বিছারেয়া চলেছে ছুটিয়া।

লালো লালো বন কতো ছুটেছে হে অবিরত

নয়নর ধারা দেহ যারগা ভাহিয়া॥

মাতের, 'হে ব্রজেশ্বরী! হে মুকুন্দ গিরিধারী!

করুণা করিয়া মোরে দেখা দেই' বুলে।

ক্ষণে পাগলর সাদে লম্প ঝম্প দের পথে

দিয়া হরি হরি ধ্বনি দিয়ো বাহু তুলে॥

৫। (মোর) বৃন্দাবন কতি দূরে?

যেগোরে দেহের পথে, আ'উ করের তারে॥

নয়নে বহের ধারা, অ'ছেহে পাগল-পারা,

'জয় রাধে জয় কৃষ্ণ' মাতের অবিরাম।

আ'তে ধরিয়া বা ক'রে মাতেরহে বারে বারে—

'মাতো মুখে একবার মধুর কৃষ্ণ নাম'॥

। বলি :

উতার পিছেদে প্রভু প্রেমর আবেশে

বিতরণ কৈলো প্রেম গিয়া নানা দেশে।

৭। ঘুরেছে দেশে দেশে—

চৈতন্য আমার চেই, সন্যাসীর বেশে॥

মধুর কৃষ্ণব নাম, সুমধুর রাধানাম

বাছে বাছে জনে জনে কৈলো বিতরণ—

পাষণ্ডী কুতর্কী যতো, অধর্মী বিধর্মী কতো,

অভিমানী ভণ্ড হাবি করিয়া দলন॥

দেশ করিয়া ভ্রমণ দিলো কৃষ্ণনাম-ধন,

শিক্ষা দিলো শ্রীরাধা'র প্রেমর সাধন।

দক্ষিণ ভ্রমণ করে গোদাবরী নদী-পারে

কৈলো রামানন্দ-স্থানে তত্ত্বর স্থাপন॥

নীলাচল-বাস

১। বলি ঃ

এসাদে শ্রী গৌরহরি প্রেমর আবেশে

খিলেয়া বুললো প্রেম গিয়া নানা দেশে।

পরিক্রমা-অন্তে কৈলো নীলাচলে বাস—

গম্ভীরাতে রাধাভাবে অ'য়াহে উল্লাস।

দিনে সংকীর্তন, রাতি রস-আলাপনে

মত্ত থার শ্রীস্বরূপ- রামানন্দ-সনে।

২। (চেই) • চৈতন্য আমার—

নীলাচলে বহাছেহে প্রেমর বাজার।

অবধূত নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত রায়

নবদ্বীপ ভাহুরাছি প্রেমর বন্যায়।

নীলাচলে কৈলো প্রভু গোপন বাজার ;

থার রাধা-মহা ভাবে অ'য়া একাকার।

স্বরূপর কণ্ঠে এলা করের শ্রবণ,

রায় রামানন্দ কণ্ঠে তত্ত্ব-আলাপন।

চৈতন্যার মহাভাব — যেন পারাবার ;
নিতি নিতি কার চেই, — প্রবল জুয়ার।

৩। গৌরহরি সন্যাসীর — বেশে করের বিহার।
ভক্ত সঙ্গে প্রেমরঙ্গে — হরিনামে মত্ত থার॥
জগন্নাথ-রূপ চেয়া — প্রেমে গদগদ অ'য়া
দিবানিশি শ্রীনয়নে — প্রেমর ধারা বহার।
স্বরূপ শ্রীরায় সনে — রসতত্ত্ব-আস্বাদনে
গৌরপ্রেম-পারাবারে — সদাই জুরার কার॥

৪। নীলাচলে — প্রভু গৌরহরি—
আহেছেহে অ'য়া, চেই, — সন্যাসী ভিখারী।
সা'রাদিন জগন্নাথ- — রূপ চেয়া চেয়া
ঝুরের গৌরাঙ্গ প্রেমে — উন্মাদ সাজিয়া।
নাচের, আহের ক্ষণে — বুলে 'হরি হরি' ;
ক্ষণে প্রেমে ধূলি-গজে — দের গড়াগড়ি।
সারাদিন মন্দিরর — স্তম্ভে থার ছায়া —
অনিমেষে জগন্নাথ- — মূরতিগো চেয়া।
রাতি এলে শ্রীস্বরূপ- — রামানন্দ-সনে
থার গম্ভীরার মাঝে — রস-আস্বাদনে।

দুই : মিলন

১। লাগিল হরিলুটরে
নিতাইর — আনন্দ-বাজারে।
আনন্দ-বাজারে চেই, — প্রেমর বাজারে।
নদীয়ার ভক্ত যতো — প্রেমানন্দে অ'ছি মত্ত
প্রেম ধ্বনি দিয়া।

নাচে নাচে বাহু তুলে, 'হরি হরি হরি' বুলে,
প্রেমে লুট দিয়া।
যে জনে এ হরি নামে পরাণ দের ঢালিয়া,
মনর বাসনা তার নিতায়ে দের পুরেয়া।

২। লাগেছে প্রেমর লুট আজি. বৃন্দাবনে
ব্রজগোপী-মাঝে আজি, নিকুঞ্জ-কাননে॥
শ্যামচান্দে দিয়া লুট ভঙ্গিলো নাচেরে।
রাইকিশোরী মাতিরী (লুট) দেতা বারে বারে॥

৩। (আজি) শ্রীরাধা-শ্যামর ঐল যুগল মিলন।
রূপর মিঙালে ঙাল আছে নিধুবন।
চন্দ্ররে ঘেরিয়া যেন তারকা হাবিয়ে,
রাধাশ্যামরে উসাদে বেড়েছি সখীয়ে।
কোকিলে দিতারা এলা পঞ্চমর সুরে,
নাচতারা বুলে বুলে ময়ুরী-ময়ুরে।
নানাজাত ফুলমালা গিথিয়া যতনে
যুগল-কিশোর- গলে দিলা সখীগণে।

মনশিক্ষা

১। মনরে! আছত ক্কিয়া তি অবোধ ইয়া—
নাপেয়া পানার বস্তু নিশ্চিন্তে ঘুমিয়া?
বিছারা বিছারা সুখ সুখ না পেইলে;
অমৃত বুলিয়া বিষে মজিয়া থাইলে।
ক্ষণিক প্রেমর মোহে থাইলে ভুলিয়া —
কৃষ্ণপ্রেম সাগরর রস পাশুরিয়া।
ঔ প্রেমর দেশে নেই কাম মোহ জ্বালা;
আছে শুদ্ধ আনন্দর প্রেমরস-লীলা।
অসার এ মায়ামোহ- সংসার বেলিয়া
সালোহে প্রেমর দেশে ডিল না করিয়া।

২। মন-মাঝি ! সাবধানে ধর বৈঠাহান ;
নৌগো বাহে হুশিয়ারে চেয়া মুণ্ডহান।
ভাটিয়লে নাদি যানা, থ-খেয়াল মনে ;
মুণ্ডে গলি সোজা করে চালাহে উজানে।
প্রবল তরঙ্গ, বৌরো দের ভাটিয়লে ;
দিশাহারা ঐলে মন ! ডুবরে অতলে।

৩। (মনরে !)
দিনতে যারগা হেলায় হেলায় মায়ালো ভুলিয়া !
আশায় আশায় খেদলে তি দিন গুরু না ভজিয়া।
আইলে তরী বোঝাই দিয়া—
ভবর হাটে ব্যবসা নিয়া ;
থাইলে কিয়াকা লাভ-মূলধন হাবিতা হারেয়া ?
দুর্লভ জন্ম পেয়া হে মন !
ভোগ না কৈলে তি তোর ধন ;
থইলে কিয়াকা মণির কোঠাত তালা তি লাগেয়া ?

৪। ও মন-মাঝি ! হরির নামে
বেইছ নৌগো সাবধানে।
ভব-নদীর প্রবল স্রুতে
লইছ বেয়া তি উজানে।
দস্যু ছয়গো আছিহে তোর
লুটানিরকা হাবি ধন;
গুরুর পদে শরণ লয়া
কর নিশানা বৃন্দাবন।
রামনামর বর্ম পিধিয়া
গুরুর নাঙে বৈঠা ধর;
রাধার নাঙলো টাঙিয়া পাল
মুণ্ডর গলি সোজা কর।

৫। ওরে মন! ফিরে হাট তোর নিজ দেশে।
নাথায়েছে বুলে বুলে এভব-বিদেশে।
লোভ-মোহ-আদি দস্যু আছি পথে তোর;
থৈলে দেহে শম-দম নেই কুনো ডর।
জিরানির আছে ধাম সাধুসঙ্গ নামে;
পথ মাঙেলে ঠিকানা লৈছ তি ঐ ফামে।
ভক্তিভাবে শরণ তি লৈছ গুরুপদে;
তরিয়া যিবেগা হাবি ভবর বিপদে।

৬। সহজ মানুষ যদি পানা তি মনার;
সহজ প্রেমর নৌরে কাহে তি এবার।
সহজ মানুর কাজে সহজ সাধন;
সরল অন্তরে কর সরল ভজন।
গরল কুটিল যদি থারহে অন্তর;
সাধন ভজন যতো হাবি বৃথা তোর।
সরলর কাজে আছে গুরুর তরণী;
সরল অন্তর বিনা নার নৌরে কানি।

গুরু-শরণ

১। ব্রজর ভাবে গুরুর পদে
মনপ্রাণ মি সপে নাদেছু!
দুর্লভ এ জনম পেয়াউ
গুরু কি ধন মি নাচিনেছু!
মিছা'মোর মোর' বুলে
ভুলে থায়া মায়াজালে
হৃদির তালা বনধ করে
নারলু মোর ধন চিনানি!
গুরুভক্তি যেতা পাছি,

ভবপারি তান্নু দেছি;
ভক্তিহীন মি কুন তরীলো
এ ভবর সাগর তরানি !

ওরে মন ! চিন — গুরু কি রতন ।
গুরুবিনে পারঘাটে (আর) — নেই কুনো জন ।
জগত-ঈশ্বর গুরু — একই স্বরূপে;
জীব নিস্তারের ভবে — আয়া নানা রূপে ।
মনুষ্য-গুরুর রূপে — জগতর গুরু;
ঔগুরু চিন্ময় নিত্য — বাঞ্ছাকল্পতরু ।
গুরুর চরণে ধর — অ'য়া একমতি;
অন্তকালে গুরু বিনে — নেই কুনো গতি ।
(ও মন !)

গুরু কুরাও আছে হারপা — গুরু কুঞ্জ চিন ।
গুরুপদে দেহে মতি — নাখেদি তি দিন ।
সহস্রারে বয়া গুরু — জ্ঞান-বাতি লয়া
তোরবেদে চেয়া চেয়া — আছেহে বাছেয়া ।
ভক্তিলো দিলেহে ডাক — আহের লামিয়া;
জীব নিস্তারের গুরু — হৃদয়ে জাগিয়া ।
দিশাহারা নাইহে তি — ও অবোধ মন !
এক মনে ভজে তিহে — গুরুর চরণ ।

গুরু ! — আয় মোরে নেয়া —
কাঙালে ডাহুরি তোরে — বিপদে পড়িয়া ।
মায়াজালে বদ্ধ অ'য়া, — ভবকূপে পড়ে থায়া
তোর রাঙা পদযুগ — আছু পাহরিয়া ॥
দুখরে সুখ নিঙ্করে, — ভাল বুলে আধাররে
অ'ছু দিশাহারা গুরু ! — পথ মি নাপেয়া ।

এ আধারে আয়ে গুরু ! ত্রিহে বাঞ্ছাকল্পতরু
মোর আখি-খুলে দেয়া মিঙাল দেহেয়া ॥

৫। গুরু ! আয় ত্বরা করে—
পারর তরণী নিয়া অকূল সাগরে।
কিসাদে কর্ম-বিপাকে পড়িয়া এ ঘুর্ণিপাকে
অ'ছু দিশাহারা গুরু ! হাতুরে হাতুরে ॥
না দেখুরি কুনো পার, চারিবেদে অন্ধকারে,
তোর অভয় মিঙালে ঙাল করে মোরে।
নেই মোর কুনোজন; চরণে দিয়া শরণ
তোর নৌরে তুলে গুরু ! মোরে আ'তে ধরে।

৬। (মি) অ'ইলু নিরুপায় ! ঐলু নিরুপায়—
কাটেয়া জনম মোর হেলায় হেলায়।
ভব-নদীর প্রবল স্রুতে
(মোর) ভাগা তরীত বইঠা আ'তে
উজান বেয়া কেমনে গুরু !
যিতুগা তোর কমল-বনে !
ছয় দস্যুরে লাগাল পেয়া
নিলাগা ধন হাবি লুটিয়া;
যেহানি ধন আছিল উত্তা
জমা নাদলু তোর চরণে।

৭। গুরু ! করুণা করে—
তোর পদ তরণীলো তরাদে মোরে।
ভব-অন্ধকূপে থায়া, তোর পদ পাহুরিয়া
দিবানিশি আছু মিছা মায়ালো ভুলে।
তোর করুণার ধারা দিয়া মোরে খানিপারা
হে গুরু ! শরণ মোরে দে পদতলে ॥

পথ হারা অ'ছু মোরে নেগা গুরু! দয়া করে
তোর করুণার আ'তে এ আ'তে ধরে।
খেয়াঘাটে তোর তরী গুরু! দূরেই না করি;
খানি বাছা, নেগা গুরু তুলিয়া মোরে ॥

৮। (গুরু!) দিনতে চা, মোর যারগা বহিয়া ;
পার করে দেনে মোরে।
তি বিনে হে! মোর নেই কুনোজন ;
উহানে ডাহুরি তোরে ॥
থাইতুমি কতি বাছা বাছা আর
পারঘাটে তোর সালে!
দিন গিয়া চাতা আহের আধার
এবাকাউ তি নাহিলে ॥
দীনহীন মোর নেই কুনো কড়ি
আছু শুধু তোরে চেয়া।
যেহানি আনেছু এহানিলো মোরে
নেগা গুরু! কৃপা দিয়া ॥

অনুশীলনী

কুন এলাত কুন প্রচলিত এলার সুর অনুকরণ করানি
অ'ছে, উতার তালিকা—

এলার ক্রমসংখ্যা	অনুশীলিত এলার প্রথম পঙ্‌ক্তি
আবাহন	
১	প্রণতি কিরহে শচীর নন্দন
৩	এসো দুটি ভাই গৌরনিতাই
৫	এসো হরি এ আসরে
৭	ভব কর্ণধার কর ভবপার
৮	দয়া করে গৌরচান এসো
৯	দয়া করি এসো গৌর